

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ

২৩- সূরা আল্ মোমেনুন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১৯ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে।

১৮ শ পাতা

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা,
পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। মো'মেনগণ নিশ্চয় সফলকাম হইয়াছে;

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ②

৩। যাহারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে;

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ ③

৪। এবং যাহারা সকল রুখা কার্যকলাপ হইতে মুখ
ফিরাইয়া লয়;

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ④

৫। এবং যাহারা যাকাত প্রদানে তৎপর;

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ⑤

৬। এবং যাহারা নিজেদের লজ্জাঙ্ঘনের হেফায়ত
করে—

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُوجُوهِهِمْ حَافِظُونَ ⑥

৭। কেবল নিজেদের স্রীগণ অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্তের
অধিকারভুক্তগণ ব্যতীত; এই কারণে তাহারা আদৌ
তিরস্কৃত হইবে না;

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ⑦

৮। কিন্তু ইহা ব্যতীত যাহারা অন্য কিছুই কামনা করিবে
তাহারা সীমালঙ্ঘনকারী হইবে—

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ⑧

৯। এবং যাহারা নিজেদের আমানতসমূহের এবং অস্বীকার
সমূহের প্রতি যত্নবান,

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُّئْتِنَتِهِمْ وَعَهْدُهُمْ رُغْوُونَ ⑨

১০। এবং যাহারা সতত তাহাদের নামাযের হেফায়ত
করে;

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ⑩

১১। তাহারা ই উত্তরাধিকারী—

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ⑪

১২। তাহারা উত্তরাধিকারী হইবে ফিরদৌসের, তথায়
তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑫

১৩। এবং আমরা মানুষকে কাদামাটির নির্যাস হইতে সৃষ্টি
করিয়াছি;

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ⑬

১৪। অতঃপর আমরা উহাকে সংস্থাপন করি ওক্রবিস্বরূপে এক নিরাপদ অবস্থানস্থানে ;

১৫। অতঃপর আমরা সেই ওক্রবিস্বকে এক আঁঠালো জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করিলাম, তৎপর সেই আঁঠালো জমাট রক্তপিণ্ডকে (আকৃতিবিহীন) মাংসপিণ্ডে পরিণত করিলাম, অতঃপর সেই মাংসপিণ্ডকে অস্থিপুঞ্জ পরিণত করিলাম, ইহার পর সেই অস্থিপুঞ্জকে আমরা মাংস দ্বারা আবৃত করিলাম, তারপর উহাকে অপর এক সৃষ্টিতে পরিণত করিলাম। সূতরাং অতিশয় বরকতময় সেই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

১৬। ইহার পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করিবে।

১৭। অতঃপর অবশ্যই তোমাদিগকে কিয়ামতের দিনে উত্থিত করা হইবে।

১৮। এবং আমরা তোমাদের উপর সাতটি পথ সৃষ্টি করিয়াছি; এবং আমরা আমাদের সৃষ্টি সম্বন্ধে অমনোযোগী নহি।

১৯। এবং আমরা আকাশ হইতে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর আমরা উহাকে ভূমিতে সংরক্ষিত করি; এবং নিশ্চয় আমরা উহাকে উঠাইয়া লইতে ও সক্ষম।

২০। অতঃপর আমরা উহা দ্বারা তোমাদের জন্য উদ্গত করিয়াছি পৈতৃক ও আত্মবরের বাগান, উহাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল আছে এবং উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক;

২১। এবং সেই বৃক্ষও যাহা সিনাই পর্বতে জন্মায়, যাহা তেল উৎপন্ন করে, আর উৎপন্ন করে আহারকারীদের জন্য তরকারী।

২২। এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুঃপদ জন্তুগুলিতেও শিক্ষণীয় বিষয় আছে, উহাদের উদরে যাহা আছে উহা হইতে আমরা তোমাদিগকে পান করাই, এবং গ্ৰেতলির মধ্যে তোমাদের জন্য আরও অনেক ফায়দা আছে এবং উহাদের মধ্যে হইতে কতক (পশুর মাংস) তোমরা ভক্ষণ কর;

২৩। এবং উহাদের উপর এবং নৌকাসমূহের উপর তোমাদিগকে আরোহণ করানো হয়।

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي كَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝
ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَرَكْنَا اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝

ثُمَّ رَأَيْنَاكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ كَيْتُونَ ۝

ثُمَّ رَأَيْنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۝

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِفَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ رِثًا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقُودُونَ ۝

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتَيْنِ وَغَنَيبٍ مُّكْرَمٍ ۖ وَأَعْنَابٍ لَّكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

وَشَجَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدِّهْنِ وَصِيبِغٍ لِّلْأَعْيُنِ ۝

وَأَن لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۖ نَّتْلُوكُمْ فِيهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَكَرَّمْنَا فِيهَا مَتَاعٍ كَثِيرًا ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

بُ. وَعَلَيْهَا وَمَلَ الْأَنْفَالِكِ تُحْمَلُونَ ۝

২৪। এবং আমরা নিশ্চয় নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম, অনন্তর সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি বাতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নাই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করিবে না ?'

وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّبِعُونَ غَيْبًا مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَعْنَةً أَفَلَا تَتَّقُونَ ④

২৫। ইহাতে তাহার জাতির সরদারগণ যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, বলিল, 'এই ব্যক্তি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; সে তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে চাহে এবং যদি আল্লাহ (রসূল পাঠাইতে) চাহিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি ফিরিশতাপ্রাপক নাহেল করিতেন। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই;

فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ بَيْتًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَدٍ إِنَّا أَنبِئُكُمْ بِهِ ⑤

২৬। সে এমন এক মানুষ বৈ কিছু নহে যাহাকে উন্মত্ততা পাইয়া বসিয়াছে; সুতরাং তাহার পরিণামের জন্য তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর।'

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتِرَ صَوَابُهُ حَتَّىٰ جُنِيَ ⑥

২৭। ইহাতে নূহ বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে সাহায্য কর, কারণ তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে।'

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بَاطِلًا ⑦

২৮। অতএব, আমরা তাহার নিকট ওহী করিলাম, 'আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। অতঃপর, যখন আমাদের হুকুম আসিবে এবং (ভূপৃষ্ঠে) প্রস্রবণসমূহ উচ্ছসিত হইবে, তখন তুমি উহাতে (প্রয়োজনীয়) প্রত্যেক প্রাণীর (নর-মাদা) দুইটি করিয়া এক এক জোড়া এবং তোমার আশীষস্বজনকে, একমাত্র তাহারা ছাড়া যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব হইতে আমাদের হুকুম জারি হইয়া রহিয়াছে, আরোহণ করিলা নও। এবং যাহারা মূলম করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলিও না, কারণ তাহারা নিশ্চয় নিমজ্জিত হইবে ;

فَوَحَّيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا فَأَاجَأَ أَمْرًا وَقَارًا فَأَنزَلْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْبَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَحْطِيطُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ⑧

২৯। অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সংপীণণ নৌকাতে সুস্থিরভাবে উপবিষ্ট হইবে তখন বলিবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদিগকে যালেম কওম হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِ فَقُلِ الصَّحْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ⑨

৩০। এবং বলিবে, হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে (এই নৌকা হইতে) এমন অবস্থায় অবতরণ করায় যে, আমার উপর প্রচুর কল্যাণ বর্ষিত হইতে থাকে; বস্তুতঃ তুমিই হইতেছ অবতারণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।'

وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ⑩

৩১। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বহু নিদর্শন আছে এবং আমরা নিশ্চয় (বান্দাগণের) পরীক্ষা লইয়া থাকি।

৩২। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে অন্য এক গোষ্ঠির উদ্ভব করিয়াছি।

৩৩। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এই (পয়গাম সহ) রসূল পাঠাইয়াছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন মা'বুদ নাই, তথাপি কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিবে না ?

৩৪। এবং তাহার কওমের মধ্য হইতে প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমরা এই দুনিয়ার জীবনে সঞ্চল করিয়াছিলাম, বলিয়াছিল, 'এই ব্যক্তি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। সে উহা হইতে আহাৰ করে যাহা হইতে তোমরা আহাৰ কর এবং সে উহা হইতে পান করে যাহা হইতে তোমরা পান কর;

৩৫। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তাহা হইলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে;

৩৬। সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমরা মরিয়া যাইবে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হইয়া যাইবে, তখন তোমাদিগকে পুনরায় (জীবিত করিয়া) বাহির করা হইবে ?

৩৭। তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা (সত্য হইতে) দূরে, বহু দূরে;

৩৮। আমাদের পার্থিব জীবন ব্যতীত কোন জীবন নাই, আমরা মৃত্যু বরণ করি এবং জীবিত থাকি; বস্তুতঃ আমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইব না;

৩৯। সে এমন ব্যক্তি বই আর কিছু নহে যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করিয়া বলিতেছে, এবং আমরা কখনও তাহার উপর ঈমান আনিব না।'

৪০। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْكِلِينَ ۝

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ۝

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَهُ

شَرٌّ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

وَقَالَ السُّلَاطِمُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

الْآخِرَةِ وَآتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ

مِثْلَكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ فَقَدْ إِذَاً الْخِيمُونَ ۝

أَيَعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا

أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ۝

هِيَاهُنَّ هِيَاهُنَّ لِمَا تُوْعَدُونَ ۝

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ

بِشَيْءٍ مُنْجِينَ ۝

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ

لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۝

৪১। তিনি বলিলেন, 'অচিরে তাহারা অবশ্যই অন্তঃস্থ হইবে।'

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِيَةً ۝

৪২। অতঃপর, সত্য সত্যই এক আত্নাদর্শণ আযাব তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, এবং আমরা তাহাদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ঝড়কুটায় পরিণত করিয়াছিলাম; সূতরাং যালেম জাতির জন্য অভিসম্পাত !

فَأَخَذَتْهُمُ الْعَاصِيَةُ بَالَعٍ فَبَعَثْنَاهُمْ خِثَاءً
فُتَعَدَّ الْقَوْمُ الْقَالِينَ ۝

৪৩। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে আরও বহু জাতির উদ্ভব করিলাম।

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخِيَةً ۝

৪৪। কোন জাতিই তাহাদের নির্দিষ্ট মিয়াদকাল অতিক্রম করিতে পারে না এবং উহার পশ্চাতেও থাকিয়া যাইতে পারে না।

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

৪৫। অতঃপর আমরা একের পর এক রসূল পাঠাইয়াছিলাম। যখনই কোন জাতির নিকট তাহাদের রসূল আগমন করিত, তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিত। অতঃপর আমরা (ধ্বংসের পথে) তাহাদের পরস্পরকে পরস্পরের পিছনে অনুসরণ করাইলাম; এবং আমরা তাহাদের সকলকে (অতীতের) উপকথায় পরিণত করিলাম। সূতরাং সেই জাতির জন্য অভিসম্পাত, যাহারা ঈমান আনে না।

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رُسُلُهُمْ
كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بِصَافِرٍ فَبَعَثْنَاهُمْ خِثَاءً
فُتَعَدَّ الْقَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৪৬। অতঃপর আমরা মুসা ও তাহার ভাই হারুনকে আমাদের নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইলাম—

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا
وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝

৪৭। ফেরাউন ও তাহার পরিষদবর্গের নিকট, কিন্তু তাহারা অহংকার করিল, বস্তুতঃ তাহারা ছিল বড় উদ্ধত জাতি।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
عَالِينَ ۝

৪৮। তখন তাহারা বলিল, 'আমরা কি আমাদেরই মত দুইজন মানুষের উপর ঈমান আনিব? অথচ তাহাদের জাতি আমাদের দাস?'

فَقَالُوا أَأَتُومِن لِّبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا
عِبَادُونَ ۝

৪৯। অতঃপর তাহারা তাহাদের উদ্ভয়েক মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিল; ফলে তাহারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্গত হইয়া গেল।

فَكَذَّبُوهُمْ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۝

৫০। এবং আমরা মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যেন তাহারা হেদায়াত পায়।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ ۝

৫১। এবং মরিয়মের পুত্রকে ও তাহার মাকে আমরা এক নিদর্শন করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের উভয়কে (শ্যামল) উপত্যকার এক উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়াছিলাম যাহা বসবাসের যোগ্য এবং বরদ্ব্যবিশিষ্ট ছিল।

৫২। হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্ত্রসমূহ হইতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। তোমরা যাহা করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ণরূপে অবহিত।

৫৩। এবং তোমাদের এই জমাআত বস্তুতঃ একই জমাআত, এবং আমি তোমাদের প্রভু। অতএব তোমরা আমার তাকওয়া অবলম্বন কর।

৫৪। কিন্তু লোকেরা তাহাদের (ধর্মীয়) বিষয়কে নিজেদের মধ্যে ষড়-বিষড় করিয়া ফেলিয়াছে (অর্থাৎ তাহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে); যাহা তাহাদের নিকট আছে উহা নইয়া প্রত্যেক দল গর্ব করিতেছে।

৫৫। অতএব তুমি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে তাহাদের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দাও।

৫৬। তাহারা কি ধারণা করে যে, আমরা যে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছি,

৫৭। (এতদ্বারা কি) আমরা তাহাদের জন্য কল্যাণ সাধনে দ্বারা করিতেছি? (এইরূপ নহে) বরং তাহারা বৃথিতে পারিতেছে না।

৫৮। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের প্রভুর ভয়ে কম্পমান,

৫৯। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে,

৬০। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত শরীক করে না,

৬১। এবং যাহারা (হকদারকে) যাহা কিছু দান করে তাহা এমন অবস্থায় দান করে যে, তাহাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এই বলিয়া যে, এক দিন তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইবে—

৬২। এই সকল লোকই পূণ্য কর্মে তৎপরতা অবলম্বন করে এবং তাহারা পূণ্য কর্মে একে অপরের আগে যাইবার প্রতিযোগিতা করে।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رُفُوعَةٍ ذَاتِ قُرْبَىٰ وَرَاعَيْنَا

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْلُوا صَاحِبَهُ
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاتَّقُونِ ۝

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ ۝

فَدَرَّهُمْ فِي غَيْرِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن قَالٍ وَبَيْنٍ ۝

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَىٰ لَا يَشْعُرُونَ ۝

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ يُأْتِيهِمْ رِبِّهِمْ يَوْمُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ يُرِيدُوهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَا وَ قُلُوبُهُمْ وَجَلَ ۝ أَنَّهُمْ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا شَاقِقُونَ ۝

৬৩। এবং আমরা কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত কোন কর্মভার নাস্ত করি না; এবং আমাদের নিকট এক কিতাব আছে যাহা সত্য কথা বলে; এবং তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হইবে না।

৬৪। কিন্তু তাহাদের অন্তরসমূহ ইহার সম্বন্ধে ওদাসীনো পড়িয়া আছে, ইহা বাতীত তাহাদের আরও অনেক (মন্দ) কর্ম আছে যাহা তাহারা করিতেছে।

৬৫। এমনকি যখন আমরা তাহাদের মধ্য হইতে অবস্থানালী লোকদিগকে আমাব দ্বারা ধৃত করি, তখন দেখ! ত্রকস্যাৎ তাহারা ফরিয়াদ করতঃ চিৎকার করিতে থাকে;

৬৬। (ইহাতে আমরা বলি) 'আজ তোমরা ফরিয়াদ করতঃ চিৎকার করিও না; আমাদের তরফ হইতে তোমাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না;

৬৭। নিশ্চয় আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনানো হইত, কিন্তু তোমরা তোমাদের গোড়ানির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইতে,

৬৮। অহংকার করিয়া, উহার সম্বন্ধে রাত্রিকালে রুখা বাজে কথা বলিয়া তোমরা পশ্চাতে সরিয়া পড়িতে।'

৬৯। তাহারা কি এই (ব্রশী) বাণীর প্রতি মনোনিবেশ করে নাই অথবা তাহাদের নিকট কি এমন কিছু আসিয়াছে যাহা তাহাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের নিকট আসে নাই?

৭০। অথবা তাহারা কি তাহাদের রসূলকে চিনে নাই যেজন তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিতেছে?

৭১। অথবা তাহারা কি বলিতেছে যে, সে উম্মাদগ্রস্ত? না, বরং সে তাহাদের নিকট সত্য নহিয়া আসিয়াছে; বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশ লোক সত্যের প্রতি বীতব্রহ্ম।

৭২। এবং সত্য যদি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিত তাহা হইলে আকাশ-মন্ডল ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহারা বাস করে সবকিছু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত; বস্তুতঃ আমরা তাহাদের নিকট তাহাদের উপদেশ নহিয়া আসিয়াছি কিন্তু তাহারা তাহাদের উপদেশকে উপেক্ষা করিতেছে।

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا لِكُتُبٍ يَنْطُوقُ
بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٦٣

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ
مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ٦٤

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ
يَجْعَرُونَ ٦٥

لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تَنْصَرُونَ ٦٦

قَدْ كَانَتْ آيَاتِنَا تُنْشَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ
تَنْكِصُونَ ٦٧

مُتَكَبِّرِينَ ٦٨ سِرًّا تَهْجُرُونَ ٦٩

أَفَلَمْ يَذَّبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا يُرِيبُ
أَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ٧٠

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ٧١

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَآلُكُفْرِهِمْ
بِالْحَقِّ كِرْهُونَ ٧٢

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ ثُمَّ
عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٧٣

৭৩। অথবা তুমি কি তাহাদের নিকট কোন কর চাহিতেছ ? কিন্তু তোমার প্রভুর প্রদত্ত প্রতিদান অতি উত্তম, এবং তিনি সর্বোত্তম রিয়্যকদাতা।

৭৪। এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে আহ্বান করিতেছ।

৭৫। এবং নিশ্চয় যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহারাই সরল-সুদৃঢ় পথ হইতে বিচ্যুত।

৭৬। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর দয়া করি এবং যে অনিষ্ট তাহাদের সঙ্গে লাগিয়া আছে উহা দূর করি, তথাপি তাহারা নিজেদের বিদ্রোহিতায় অন্ধ হইয়া অনড় থাকিবে।

৭৭। এবং আমরা তাহাদিগকে কঠোর শাস্তিতে ধৃত করিয়াছি, তবুও তাহারা তাহাদের প্রভুর সমীপে বিনয়ের সহিত ঝুঁকে নাই এবং তাহারা কান্নাকাটিও করে নাই।

৭৮। এমন কি যখন আমরা তাহাদের উপর কঠিন শাস্তির দ্বার খুলিয়া দিই তখন দেখ! সহসা তাহারা হতাশ হইয়া যায়।

৭৯। এবং তিনিই তো তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৮০। এবং তিনিই তোমাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত করিয়াছেন, এবং তাহারই নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

৮১। এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন এবং রাণ্ডি ও দিনের আবর্তন তাহারই আয়ত্তাধীন। তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করিবে না ?

৮২। বরং তাহারা সেই কথাই বলে, যাহা (তাহাদের) পূর্ববর্তীপণ বলিয়াছিল।

৮৩। তাহারা বলিয়াছিল, 'কী ! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মাটি হইয়া যাইব এবং অস্থিতে পরিণত হইয়া যাইব তখনও কি আমরা বাস্তবিকই পুনরুৎপন্ন হইব ?'

৮৪। ইতিপূর্বেও আমরাদিগকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এই বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, (কিন্তু

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبَّكَ خَيْرٌ مِّمَّا وَهُوَ يُزِقُّنَ ۝

وَأَنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَوِيمٍ ۝

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُنَ ۝

وَلَنُرْجِيَنَّهُمْ وَلَنُغْنِيَنَّهُمْ وَلَنُكَفِّرَنَّهُمْ مِنْ مَّعَرٍ لَّكَ جَوَا ۝

فِي طَعْنَانِيَوْمٍ يَعْصِيَهُمْ ۝

وَلَقَدْ أَخَذْنَا لَهُم بِالْعَذَابِ مِمَّا اسْتَكَاثُوا الرِّبَا ۝

وَمَا يَتَذَكَّرُونَ ۝

خَلَقْنَا إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝

إِذَا هُمْ فِيهِ مُبَسِّئُونَ ۝

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۝

وَلَيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

بَلْ قَالُوا وَمِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝

قَالُوا إِذَا هُمْ أَهْمَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّنَا لَنَبْعَثُوهَا ۝

لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنَّا هَذَا

এইরূপ কিছুই হয় নাই) আসলে ইহা পূর্ববর্তীগণের
কিচ্ছা-কাহিনী বাতীত কিছুই নহে ।'

إِلَّا أَنَا طَائِفٌ لِّالْأَوَّلِينَ ۝

৮৫ । তুমি বল, 'যদি তোমরা জান তাহা হইলে (বল) এই
পৃথিবী এবং ইহার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা কাহার ?'

قُلْ لِّسِ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৮৬ । তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র ।' তুমি বল, 'তাহা
হইলে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?'

سَيَقُولُونَ لَهُ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

৮৭ । তুমি (আবার) বল, 'সাত আকাশের প্রতিপালক এবং
মহান আরশের অধিপতি কে ?'

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ۝

৮৮ । তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র' । তুমি বল, 'তাহা
হইলে কেন তোমরা তাকুওয়া অবলম্বন কর না ?'

سَيَقُولُونَ لَهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

৮৯ । তুমি (আরও) বল, 'প্রত্যেক বস্তুর সর্বাধিপত্য কাহার
হাতে আছে এবং যিনি সকলকে আশ্রয় দেন কিন্তু তাহার
(শাস্তির) মোকাবেলায় অন্য কেহ আশ্রয় দিতে পারে না, যদি
তোমরা জান ?'

قُلْ مَنْ يَدَّبُّ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا
يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

৯০ । তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র' । তুমি বল, 'তাহা
হইলে তোমাদিগকে ধোকা দিয়া কোন দিকে লইয়া
যাওয়া হইতেছে ?'

سَيَقُولُونَ لَهُ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝

৯১ । বরং আমরা তাহাদের নিকট সত্য আনিয়াছি, বস্তুতঃ
তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী ।

بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَذْكُرُونَ ۝

৯২ । আল্লাহ্‌ কোন পুত্র গ্রহণ করেন নাই এবং তাহার সহিত
অন্য কোন মা'বদ নাই, এইরূপ হইলে প্রত্যেক মা'বদ নিজ নিজ
সৃষ্ট-বস্তুকে লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং তাহাদের কতক
কতকের উপর অবশ্যই চড়াও করিয়া বসিত । তাহারা যাহা
বর্ণনা করে, উহা হইতে আল্লাহ্‌ পবিত্র ।

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ
إِلَهِ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

৯৩ । তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের জ্ঞান রাখেন । সূত্রাৎ
তাহারা যাহা শরীক করে, তিনি উহা হইতে বহু উদ্ধেহ ।

يُؤْتِي السَّحَابَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَرَكَ الْجِبَالَ جَانِبًا فَلَهَا أَنْ يَقَاطِعَهُ السَّحَابُ فَكَانَ حُجْرًا ۝

৯৪ । তুমি বল, 'হে আমার প্রভু ! যদি তুমি আমাকে উহা
দেখাইয়া দাও যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে;

قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيدُنِي مَا وَعَدُوْنَ ۝

৯৫ । হে আমার প্রভু ! তখন তুমি আমাকে যানেম জাতির
অন্তর্ভুক্ত করিও না ।'

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

৯৬। এবং আমরা তাহাদের সহিত যে ওয়াদা করিতেছি উহা তোমাকে দেখাইতে অবশ্যই আমরা সক্ষম।

وَأَنَّا عَلَىٰ أَن نُّبْرِكَ مَا نُعِدُّهُمْ لَقَدْ رَوَّوْا ۝

৯৭। তুমি মন্দকে উহা দ্বারা প্রতিহত কর যাহা সর্বোত্তম, তাহারা যাহা বর্ণনা করে, আমরা উহা ভানভাবেই ভানি।

إِذْفَعْ بِالَّذِي أَحْسَنُ التَّيْسَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝

৯৮। এবং তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! আমি শয়তানদের সকল কুপ্ররোচনা হইতে তোমারই আশ্রয় চাহিতেছি;

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝

৯৯। এবং হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট ইহা হইতেও আশ্রয় চাহিতেছি যে, তাহারা আমার নিকটে উপস্থিত হউক।'

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضَعُوا ۝

১০০। এমন কি যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ফেরৎ পাঠাও,

عَنِّي إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعْنِي ۝

১০১। যেন আমি সেই সব পূণ্য কর্ম করিতে পারি যাহা আমি (পার্থিব জীবনে) ছাড়িয়া আসিয়াছি।' কখনও নহে! ইহা কেবল মুশের কথা যাহা সে বলিতেছে, এবং তাহাদের পিছনে সেই দিন পর্যন্ত এক পদা রহিয়াছে যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

১০২। এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেইদিন তাহাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা থাকিবে না এবং তাহারা একে অন্যের অবস্থা জিজ্ঞাসাও করিবে না।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝

১০৩। অতএব যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে— তাহারা ইহা সফলকাম হইবে;

مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

১০৪। এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে— তাহারা ইহা নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে; তাহারা দীর্ঘকাল জাহান্নামে থাকিবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَيْرًا أَنفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝

১০৫। অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডলকে ঝলসাইয়া দিবে এবং তথায় তাহারা (ডগে) বিভৎস হইয়া যাইবে।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿٥٥﴾

১০৬। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আরতি করা হইত না এবং তোমরা কি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে না?'

أَلَمْ تَكُنْ أَيْتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قُلُوبَنَا ۖ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ﴿٥٦﴾

১০৭। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রবল হইয়া গিয়াছিল এবং আমরা এক বিপদগামী জাতি ছিলাম।'

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿٥٧﴾

১০৮। 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহা হইতে বাহির কর, অতঃপর যদি আমরা পুনরায় এইরূপ করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যালেম হইব।'

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿٥٨﴾

১০৯। তিনি বলিবেন, 'তোমরা দূরে সর, ঘৃণা অবস্থায় থাক উহাতেই এবং আমার সহিত তোমরা কথা বলিও না।'

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿٥٩﴾

১১০। নিশ্চয় আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে এমন একদল ছিল যাহারা বলিত, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা সৈমান আনিয়াছি, অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর দয়া কর, বস্তুতঃ দয়াকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম।'

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٠﴾

১১১। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্‌পের পাত্র বানাইয়া লইয়াছিলে, এমন কি তাহারা (ঠাট্টা-বিদ্‌পের পাত্র হইয়া) তোমাদিগকে আমার সমুদ্রপ ভুলাইয়া দিয়াছিল, এবং তোমরা সদা তাহাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিতে ;

فَاتَّخَذَ لَكُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوَكُمُ ذِكْرِي وَلَكُمْ مِنْهُمْ تَضَلُّكُونَ ﴿٦١﴾

১১২। যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল এইজন্য আজ আমি তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিয়াছি; নিশ্চয় তাহারাই সফলকাম হইয়াছে।'

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ۖ إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٦٢﴾

১১৩। তিনি বলিবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে?'

قُلْ كَمْ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدُ سِنِينَ ﴿٦٣﴾

১১৪। তাহারা বলিবে, 'আমরা একদিন অথবা দিনের কিয়দংশ অবস্থান করিয়াছিলাম, সুতরাং তুমি গণনাকারীদিগকে জিজ্ঞাসা কর।'

قَالُوا لَيْسَ لَنَا إِلَّا قَلِيلٌ ۖ أَوْ يَوْمَ النَّارِ ۚ لَعَلَّيْنَا مِنَ الْعَادِينَ ﴿٦٤﴾

১১৫। তিনি বলিবেন, 'যদি তোমাদের জ্ঞান থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, তোমরা অতি অল্প সময়ই অবস্থান করিয়াছিলে।'

قُلْ إِنْ لِّكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ لَّوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

১১৬। 'তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমরা তোমাদিগকে অথবা সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না'?

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَيْسَ لَنَا
تَرْجِعُونَ ﴿١١٦﴾

১১৭। অতএব, আল্লাহ্ মহিমামানিত প্রকৃত সর্বাধিপতি। তিনি বাতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَبِيرِ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত অন্য মা'বুদকে ডাকে, যাহার জন্য তাহার নিকট কোন প্রমাণ নাই, তাহা হইলে তাহার হিসাব তাহার প্রভুর নিকট আছে; বস্তুতঃ কাফেররা কখনও সফলকাম হয় না।

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ
فَاتَّخَذَ جَاثِبَةً عِنْدَ رَبِّهِ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٨﴾

১১৯। এবং তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! ক্ষমা কর এবং দয়া কর, বস্তুতঃ দয়াকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম।'

يَا قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٩﴾